بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩
৩০ জুলাই ২০২৬

বাণী

একটি জবাবদিহিমূলক, জনবান্ধব, মানবিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইনের শাসন, মানবাধিকার, পেশাদারিত্ব এবং জনগণের আস্থার ভিত্তিতে একটি আধুনিক ও জনমুখী পুলিশ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি থেকে মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) (১ম পর্যায়) ব্যাচের শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁদের কর্মজীবনের এ গৌরবময় সূচনাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত স্মরণিকা 'প্রত্যাবর্তন'-এর সফল প্রকাশ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। একটি দক্ষ, নিরপেক্ষ ও জনমুখী পুলিশ বাহিনীই সুশাসন ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ পুলিশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের মর্যাদা আরও সমুন্নত করেছে।

সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলে সকল নাগরিকের জন্য সমান আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

বাংলাদেশ পুলিশকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনীতে রূপান্তর করতে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অপরাধ তদন্তে আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল তদন্ত সক্ষমতা এবং সাইবার অপরাধ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, মানব পাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সক্ষমতা আরও জোরদার করা হচ্ছে।

সোয়াত (SWAT), বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল এবং পরিবেশ পুলিশিং ইউনিটকে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম ও বিমান-সহায়তা সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে উদ্ভূত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়।

কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো হচ্ছে। মানবাধিকার, পেশাগত সততা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে একটি মানবিক পুলিশি সংস্কৃতি গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমি বিশ্বাস করি, ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) (১ম পর্যায়) ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাগণ তাঁদের মেধা, দক্ষতা, সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন। জনগণের আস্থা অর্জন এবং সংবিধান ও আইনের প্রতি অবিচল থেকে তাঁরা একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

'সবার আগে বাংলাদেশ'—এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২৭তম বিসিএস (পুলিশ) (১ম পর্যায়) ব্যাচের কর্মকর্তাগণ সকল প্রকার লোভ-লালসা ও পক্ষপাতের উর্ধ্বে থেকে নিষ্ঠা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন—এটাই আমার প্রত্যাশা। আমি এ ব্যাচের সকল কর্মকর্তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

তারেক রহমান